৩৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 07 AUG 199■ ...
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ... ২ ......

ভিন্ন রকম দৃশ্যপট!

কোন প্রচারণা ছিল না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসির ফলাফলে

।। মোঃ মাহবুবুল আলম ।।

দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর যখন অভিভাবক আর ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আনন্দ–উল্লাস অথবা অকৃতকার্য হওয়ার দুঃখ, ঠিক তখনি ভিন্ন এক দৃশ্যপট লক্ষ্য করা যায় অন্য এক এসএসসির ফলাফলে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষারও ফল প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু ব্যতিক্রম এ ফলের প্রতিক্রিয়া।

বাউবি থেকে যারা এসএসসিতে মেধা স্থান দখল করেছেন নেই তাদের প্রচার, কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি তাদের ছবি অথবা কে কি হতে চায়– এ আকাঙ্ক্ষাও কেউ ব্যক্ত করেনি কোথাও। নীরবে–নিভৃতে বাউবির এসএসসির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার ভেতরের পাতায়।

এবছরই, প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। প্রথম বছরে মোট ১২৪৯৪ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৬৬১২ জন পাস করেছে। পাসের হার শতকরা ৫২.৯২%। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ২৮৯০ জন প্রথম বিভাগ, ৩৬৯১ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৩১ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। প্রথম হয়েছে কুমিল্লার মুরাদনগর ডিআর সরকারি হাইস্কুল টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের মোঃ নূরুল ইসলাম (প্রাপ্ত নম্বর ৮১৭), দ্বিতীয় হয়েছে নেত্রকোনার কেন্দুয়া জয়হরি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় টিউ–টোরিয়াল কেন্দ্রের জেসমিন আক্তার খানম (প্রাপ্ত নম্বর ৮১১) এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউ–রাস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের মুজাহিদুল হক (প্রাপ্ত নম্বর ৮০৫)।

কোন স্কুলে নয়, নিজ বাড়িতে অবস্থান করে দূরশিক্ষণে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছিল তাদের কারো বয়স ১৬ আবার কারো বয়স ৬০। দাদা–নাতি একসাথে পরীক্ষায় অংশ নেয় এখানে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা কেউ দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করে, কেউ করে ব্যবসা, আবার কেউ অবসরপ্রাপ্ত কোন শ্রমজীবী অথবা গৃহিণী। এসএসসি পাস করার প্রবল ইচ্ছাই বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের এখানে সমবেত করেছে।

এখান থেকে যারা এসএসসি পাস করেছে, তাদের অধিকাংশের বয়স স্বাভাবিকভাবে স্কুল ছাত্রছাত্রীর বয়স নয়। তবে অনেকে স্কুল ছেড়ে এসে ভর্তি হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামে। এখানে নির্ধারিত নেই কোন বয়সের মাত্রা। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যেমন ফলাফল নিয়ে হয়ে পড়ে ব্যস্ত, পাড়ায়–মহল্লায় পড়ে মিষ্টি বিতরণের ধুম, অভিভাবকরা সন্তানের কৃতিত্ব জাহিরে হয়ে উঠেন তৎপর; কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি তেমন তৎপরতা। নীরবে ফল লাভ করেও বাউবি'র শিক্ষার্থীরা তৃপ্ত। এ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে অনেকেই।